যুগান্তর

তারিখ · 11 · JUL · 2010
পৃষ্ঠা · · কলাম · ·

যুগান্তর

রংপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে শনিবার বিজি প্রেসের কম্পোজিটর এটিএম মোস্তফা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী হামিদুল হক

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন কেলেংকারি

আট বছর ধরেই প্রশ্নপত্র ফাঁস করে চলেছে গ্রেফতার দালাল চক্র

মাহবুব রহমান, রংপুর অফিস

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আটজনকে পুলিশি রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা এ পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে, প্রশ্নপত্র ৬ জুলাই বিজি প্রেস থেকেই ফাঁস হয়েছে। এ চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও পাঁচজনকে পুলিশ খুঁজছে। এর মধ্যে শুক্রবার রাতেই দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকজনের বাসায় পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার খবর জানতে পেরে তারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় তাদের

ফাঁস : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

ফাঁস : করে চলেছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। ওই চক্রটি প্রায় ৮ বছর ধরে সরকারি চাকরির বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ধারাবাহিকভাবে ফাঁস করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। রিমান্ডে থাকা গ্রেফতারকৃতরা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে এমনই তথ্য জানিয়েছে। ৯ জুন দেশব্যাপী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেয়ার কথা ছিল। ওই পরীক্ষার আগে বৃহস্পতিবার একটি চক্র রংপুরের বেসরকারি বিনোদন কেন্দ্রে পরীক্ষার মহড়ার নামে প্রশ্ন ফাঁস করে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১৬২ জন পরীক্ষার্থীসহ প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে পাঁচ দালালকে গ্রেফতার করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানার পর বৃহস্পতিবার রাতেই ওই পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে। ১৬৭ জনকে গ্রেফতার দেখিয়ে আটজনকে ৭ দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেয়া হয়। রিমান্ডের প্রথম দিনই ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সব তথ্যই গ্রেফতারকৃতরা পুলিশের কাছে অকপটে স্বীকার করেছে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, বিজি প্রেসের কম্পোজিটর শহীদুল ইসলাম ও গঙ্গাচড়া উপজেলার খলেয়া ইউনিয়নের আতিকুল ইসলাম নামে এক যুবককে খুঁজছে। শহীদুল ইসলামের কাছ থেকেই ৬ জুলাই ২৫ লাখ টাকার বিনিময়ে গ্রেফতারকৃত লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার দক্ষিণবালাপাড়া গ্রামের আজিজুল হকের পুত্র এটিএম মোস্তফা ও রংপুর শহরের মুলাটোল আমতলা এলাকার জিন্নার আলীর পুত্র হামিদুল ইসলাম ওই প্রশ্নপত্র কিনে নেয়। তাদের মধ্যে মোস্তফা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিজি প্রেসের প্রুফ রিডার এবং হামিদুল সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মুদ্রণ শাখার কর্মচারী। তাদের এ প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন গঙ্গাচড়া উপজেলার আতিকুল ইসলাম। পুলিশ আতিকুলের বিস্তারিত তথ্য এখনও জানতে পারেনি। তবে তার খোঁজে বিশেষ গোয়েন্দা দল কাজ করছে। শনিবার রংপুর পুলিশ হলে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে রংপুর পুলিশ সুপার সালেহ মোহাম্মদ তানভীর এসব তথ্য জানান। প্রসঙ্গত এটিএম মোস্তফা, হামিদুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, আবুল বাশার, মামুন বিল্লাহ, ফিরাদুল হক, তাসমিন-উল-ইসলাম ও লিটনচন্দ্র দাসকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এর মধ্যে আবুল বাশার পটুয়াখালী জেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার ও ফিরাদুল হক ঢাকা তেজগাঁও শাখার সমাজসেবা কর্মকর্তা। এরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা? পুলিশ রিমান্ডে থাকা গ্রেফতারকৃতদের তথ্য অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছে। যাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে আরও অনেকেই এ ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকতে পারে বলে পুলিশ ধারণা করছে। কারণ অনেকেই পুলিশকে দেয়া প্রাথমিক তথ্যে তাদের পেশাগত পরিচয় গোপন রেখে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। তাই কারাগার থেকে নতুন করে আরও একাধিক ব্যক্তিকে রিমান্ডে নেয়া হতে পারে এমন আভাস দিয়েছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে রিমান্ডে থাকা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রিন্টিং শাখা ও বিজি প্রেসের দুই কর্মচারী এটিএম মোস্তফা ও হামিদুল ইসলাম পুলিশকে নিশ্চিত করেছে চলতি মাসের ৬ জুলাই তারা প্রশ্নপত্রটি বিজি প্রেসের শহীদুলের কাছ থেকে ২৫ লাখ টাকায় ক্রয় করে। এরপর তারা ৭ জুলাই রংপুরের বিনোদন কেন্দ্র ভিন্নজগতের গ্রিন প্যালেসের আবাসিক ভবন ও হলরুম বায়োটেক ফার্মাসিউটিক্যালসের নামে ভাড়া নেয়। তাদের তথ্য অনুযায়ী ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত আছে আরও পাঁচজনের নাম জানা গেছে। ওই পাঁচজনের মধ্যে বিজি প্রেসের কর্মচারী শহীদুলের ঢাকার বাসায় পুলিশ শুক্রবার রাতে তল্লাশি চালায়। কিন্তু সে পলাতক থাকায় তাকে পাওয়া যায়নি। এছাড়া অন্যদের গ্রেফতার করতে বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালানো হয়েছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এটিএম মোস্তফা ও শহীদুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।